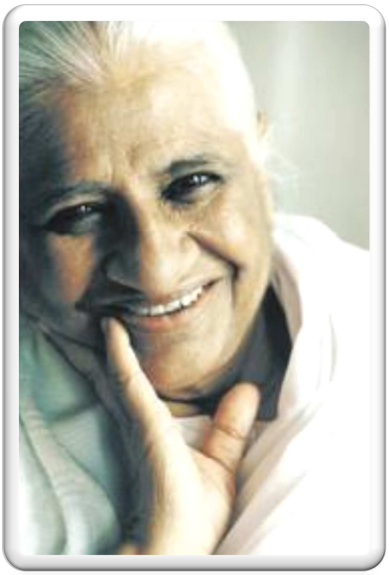

০২.দাদিজির মহাবাক্য

জ্ঞানের মানেই হলো পুরানো সংস্কারকে বদলানো |আমরা সংস্কারকেই তমপ্রধান থেকে সতপ্রধান বানাই যেইখানে পরোক করার বিষয় সেটা তো সোজা|এমনিতে তো নিজের সংস্কারকে জানতে পারো তাও যদি না জানো তাহলে যেমন কারো গুন দেখো তখন নিজেকে জিগেশ করবে কি মার মধ্যে কি এই গুন আছে?এটাকেই বলা হয় নিজেকে পরোক করা|যদি আমি আমার সংস্কারকে জেনে গাচ্ছি তো জ্ঞানের মাধ্যমে সেটাকে পরিবর্তন করতে লাগবে|পরিবর্তন করেছ তো বলা যাবে যে তুমি রিয়ালায়জ করেছ |যদি পরিবর্তন না হয় তা হলে বলা যাবে যে পূর্ণ রূপে রিয়ালায়জ করনি|যেই সংস্কার আমার ঠিক মনে হচ্ছে সেটা দেখতে লাগবে যে অন্যদেরও ঠিক লাগছে তো?যদি অন্যদের সেটা ঠিক লাগছে না তো সেটা ঠিক বলা যাবে না|যদি আমাদের কোনো সংস্কার অন্যদের জন্য বাধা হয়ে দাড়ায় তো বুঝতে লাগবে যে এটা বদলানো খুবই দরকার|এখন সেটা বদলানোর জন্য জ্ঞানের শক্তি লাগবে |এক হলো নিজে রিয়ালায়জ করা,আর দৃতীয়ত হলো অন্যরা আমাদের ফল স্বরূপ সঠিক বোঝে |যদি অন্যদের চোখে সেটা ঠিক না তাহলে আমাকে সেটা ঠিক করতে হবে |একে বলে রিয়ালায়জ করা|

আমরা কে?আমরা হলাম ব্রাহ্মন|আমরা মানুষ না,দেবতাও না|মানুষের মধ্যে সহ্য করার সক্তি নেই|নিন্দা-সুস্তি,মান-অপমান স্য করতে পারবে?না|কারণ মানুষ মানে দেহ-অভিমান রয়েছে আর দেবতাদের জন্য এই কথাটি নেই |এখন কথা হচ্ছে ব্রাহ্মনেদের |যেমন দেখো,আমি অনেককে বলি যে জ্ঞান ছাড়া কেউ ইটা ভাবেই না যে কাম বিকারকে বৃত্তি দিয়েই জিততে লাগবে|আমি বলব যে বৃত্তি দিয়েও যেন এমন সংকল্প না ওঠে কারণ দেবতাদের এই বৃত্তিই থাকেই না |আমরা ব্রাহ্মন থেকে দেবতা হচ্ছি তাই আমাদের মধ্যে থেকে এই সংস্কার পূর্ণ রূপে পরিবর্তন হতে লাগবে তাই না!বাবা যুক্তি দিয়েছে যে জ্ঞানের সাথে ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টি দিয়ে দেখো তো বৃত্তি বদলে যাবে |তো মনুস্য সংস্কার পাল্টিয়ে দেবী সংস্কার আনতে লাগবে তাই না!

এখন বাবা আমাদের অনেক সুক্ষতে নিয়ে যাচ্ছে |বাবা বলছে,তোমাদের মধ্যে যেন মোহ না থাকে|ব্রহ্মা বাবার সাথেও যেন না থাকে|তো বাবা যেন আমাদের দেহের মোহর পারে মিয়ে যাচ্ছে |দেহ ধারীর সাহারাও যেন না থাকে|আমি বলতাম যে কারবার করার সময় এক দুজনের সাহারা তো লাগেই,কিন্তু না|বাবা বলে এদের থেকেও পরে |কারণ বাবা জানে যে আত্মা দেহতে আছে তাই আত্মার এই সংস্কার আছে |তো বাবা ওদের থেকেও পরে নিয়ে যায় যে বাচ্চরা সাহারা এক শিব বাবার নেও|তো দেখো বাবা আমাদের এই সংস্কার বদলে দেয় কি কোনো প্রকারের কোনো দেহ ধারীর চিন্তা না আসে|এক শিব বাবার ছাড়া কারোর চিন্তা না আসে|

এখন আমাদের ইটা ভাবতে লাগবে না যে আমি এখন পুরুশার্তি|আমি তো সম্পূর্ণতার সাগর|আমি তো এখন সময়ের কাছা-কাছি এসে গেছি |ফরিস্তা স্বরূপ আমার কাছে দাড়িয়ে আছে |বাবা আমাকে ওই সিট এ দেখতে চাই |আচ্ছা|ওম শান্তি|